কালীকচ্ছের দাতা বংশ



অগ্নি দেবতা—০—ঋষি ভরদ্বাজ

বদ্মা সূনো সহসো নো বিহায়া অগ্নে তোকং তনয়ং বাজিনো দাঃ

বিশ্বাভির্গীভিরভিপূর্ত্তিমশ্যাং মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥

(ঋগ্বেদ ষষ্ঠ মণ্ডল—১৩সূক্ত—৬ঋক্)



শ্রী নিকুঞ্জবিহারী দত্ত শর্ম্মা

উৎসর্গপত্র।

পূণ্যশ্লোক—

দাতা রঘুনাথ ও দাতা গোপীনাথের
স্মরণার্থে উৎসর্গ করিলাম,
যেন তাঁহাদের মহানুপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত হই

কালীকচ্ছ
সন ১৩৩২ বং

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত শর্ম্মা

ঐতিহাসিক সূচীপত্র।

কালীকচ্ছের দাতাবংশ

ভূমিকা।

স্তোত্র—অগ্নি দেবতা—০—ঋষি ভরদ্বাজ
বদ্ধা সুনো সহসো নো বিহায়া অগ্নে তোকং তনয়ং বাজিনো দাঃ
বিশ্বাভির্গীভিরভিপূর্ত্তিমশ্যাং মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ॥
(ঋগ্বেদ ষষ্ঠ মণ্ডল—১৩সুক্ত— ৬ঋক্)

অর্থাৎ হে শক্তিপুত্র অগ্নি (সহসো সুনো অগ্নে) তুমি মহাদাতা (বিহায়া) তুমি আমাদের হিতোপদেষ্টা (বদ্ধা) হও, তুমি আমাদিগকে (নঃ) অন্নসহকারে (বাজি) পুত্র (তোকং) ও পৌত্র (তনয়ং) দান কর (দাঃ) আমি তোমার স্তব স্তুতি করিয়া (বিশ্বাভির্গীভিঃ) যেন পূর্ণকাম হই (পূর্ত্তিং অভি অশ্যাং) আমরা যেন উত্তম পুত্র পৌত্র লাভ করিয়া (সুবীরাঃ) শত বৎসর (শতহিমাঃ) আনন্দে জীবন ধারণ করি (মদেম)।

কালীকচ্ছ গ্রাম।

দাতাবংশাবলী লিখিবার পূর্ব্বে কালীকচ্ছ গ্রামের পরিচয় লিখা কর্ত্তব্য মনে করি : কারণ মাতৃগুণেই সুসন্তান জন্মিয়া থাকে। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত সরাইল পরগণাতে এই গ্রাম অবস্থিত : পূর্ব্ববঙ্গের সকল স্থানেই ইহা সুপরিচিত। এই গ্রামের দুই ক্রোশ পশ্চিমে; বিশালবক্ষা স্বল্পবাতবিক্ষোভিতা বানিজ্যসম্প্রসারিণী মেঘনা নদী ও উত্তরে একটী বিস্তীর্ণ বিল এই সরিৎ প্রবরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। কচ্ছ শব্দের আভিধানিক অর্থ তীর, সুতরাং কালীকচ্ছ শব্দের অর্থ কালীদহ সাগর বিম্বা কালীনদীর তীর বলিলে অযৌক্তিক হয় না। ইহার আয়তন ৫ বর্গ মাইল হইবে। বিগত আদম সুমারিতে দেখা গিয়াছে যে এই গ্রামের লোক সংখ্যা ৮ আট সহস্র হইবে। ইহাতে বহু উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সন্তানের একত্র সমাবেশ হেতু ইহা একটী আদর্শ হিন্দুগ্রাম বলিয়া চিরপরিচিত হইয়া আসিয়াছে। হিন্দু ব্যতীত এই গণ্ডগ্রামে অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর বাস নাই।

পুরাকালে মহাত্মারা জলাশয় খনন, অতিথিসৎকার শিক্ষার্থে টোল সংস্থাপন ছাত্রদের বাসস্থান প্রদান প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে আধুনিক শিক্ষিত মহাত্মারা এই সকল বিষয়ে উদাসীন তাহারা নিজ গ্রামের উন্নতি উপেক্ষা করিয়া নগরে অট্টালিকাদিতে বাস পূর্ব্বক স্ব স্ব আত্মসুখ সম্ভোগে নিমগ্ন। নিজ পৈত্রিক ভদ্রাসন বাড়ী যেন লক্ষ্মী ছাড়া হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যাঁহারা বাড়ীতে আছেন কেবল তাহাদের দ্বারা জন্মভূমির দুঃখ মোচন করা সুদূরপরাহত।

এই গ্রামে মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে বহু শিক্ষিত লোকের বাসস্থান বলিয়া সুপরিচিত। ইহা সর্ব্ববিষয়ে উন্নত হেতু পূর্ব্ববঙ্গের একটী আদর্শ গ্রাম। বর্ত্তমান সময়ে ৮০ জন পুরুষ গ্রেজুয়েট, ৬ জন স্ত্রী গ্রেজুয়েট, ২০ জন সংস্কৃত উপাধী প্রাপ্ত পণ্ডিত এবং বহু উচ্চপদস্থ ভদ্রলোকের বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুণ্যশ্লোক মহাত্যাগী দাতা গোপীনাথ, পরম সাধক আনন্দস্বামী প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষগণের জন্মদাত্রী এই **কালীকচ্ছ গ্রাম।**

ভরদ্বাজ বংশ।

কালীকচ্ছের ভরদ্বাজ বংশ ত্রিপুরা জিলা এবং তৎসমীপবর্ত্তী জিলা সমূহে "দাতা গোপীনাথ রায়ের" বংশ বলিয়া সুপরিচিত। দাতা গোপীনাথের একমাত্র পুত্রকে তাহারই ঠাকুর পূজক ব্রাহ্মণ হস্তস্থিত সুবর্ণবলয়ের লোভে জঙ্গলে হত্যা করে। এই মহাত্মা নীরবে তাহা সহ্য করেন। তিনি নিঃসন্তান হইলেন বটে, কিন্তু তাহার বংশধরগণ আজ পর্য্যন্ত তাহারই নামে সর্ব্বত্র সম্মান পাইয়া আসিতেছেন।

বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ঋষি। তাহার মত জ্ঞানী ঋষি ঋগ্বেদে ও বিরল। সৃষ্টির রহস্য ভেদকরা অথবা সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করা সম্বন্ধে তাহার কিম্বা তাহার পুত্রদের সহিত তুলনা হইতে পারে আজ পর্য্যন্ত কাহাকে ও দেখা যায় না। তাহার পুত্র ঋষি গর্গ দৃষ্ট এই ঋকটিই তাহার প্রমাণ॥

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ॥
(৬ষ্ঠ মণ্ডল— ৪৭সূক্ত ১৮ঋক্)

অর্থাৎ যেখানে যেরূপ আছে, প্রত্যেকরূপেই তিনি প্রতিবিম্বিত হইয়া আছেন। কেন? যেন তিনি তাঁহার সেই সেই রূপ বাহিরে প্রতিবিম্বিত প্রত্যক্ষ করিতে পারেন (objectively realise করিতে পারেন)। ইন্দ্র তাহার মায়াশক্তি অর্থাৎ নির্ম্মাণ শক্তি প্রভাবে নানা রূপে বিচরণ করিতেছেন। সংখ্যাতীত জীবগত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব সকল (হরয়ঃ) তাহার এইকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।

(দ্বিজদাস দত্ত)

মহর্ষি ভরদ্বাজ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা শিক্ষার জন্য অন্যান্য মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া ইন্দ্রের নিকট গমন করেন। পরম মেধাবী তেজস্বী ভরদ্বাজ তন্মনা হইয়া ত্রিস্কন্ধ অনন্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অল্প সময়ের মধ্যেই আয়ত্ত করিয়া অন্যান্য ঋষিদিগকে লোক শিক্ষার্থে সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ যথার্থ রূপে শিক্ষা প্রদান করেন। এইরূপ মৌদগল্য, ভরদ্বাজ, আত্রেয় কৃষ্ণাত্রেয়, কাশ্যপ, কৌশিক প্রভৃতি বৈদ্যগণের গোত্র প্রবর্ত্তক মহর্ষিগণ ও যে বৈদ্য ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। (চরক, সুশ্রুত ২১—২৬ অঃ দ্রষ্টব্য)

"ভরদ্বাজ মুনির প্রাদুর্ভাব"

দীর্ঘঞ্জীবিতমন্বিচ্ছন্ ভরদ্বাজ উপাগম্য।
ইন্দ্রমুগ্রতপা বুদ্ধা শরণ্যমমরেশ্বরম্॥
বিঘ্নভূতা যদা রোগাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ শরীরিণাম্।
তপোপবাসাধ্যয়ন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতায়ুষাম্॥
তদা ভূতেষ্বনুক্রোশং পুরস্কৃত্য মহর্ষয়ঃ।
সমেতাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে॥
ভরদ্বাজো মুনিবরঃ প্রথমং সমুপাগতঃ।
ততোঽঙ্গিরাস্ততো গর্গো মরীচির্ভৃগুভার্গবৌ॥
পুলস্ত্যোঽগস্তিরসিতো বশিষ্ঠঃ সপরাশরঃ।
হারীতো গোতমঃ সংখ্যো মৈত্রেয়শ্চ্যবনোঽপিচ॥
যমদগ্নিশ্চ গার্গ্যশ্চ কাশ্যপ কশ্যপোঽপিচ।
নারদো বাম দেবশ্চমার্কণ্ডেয়ঃ কপিষ্ঠলঃ॥
শাণ্ডিল্যঃ সহকৌণ্ডিল্য শাকুনেয়ঃ সশৌনকঃ।
আশ্বলায়ন সাংকৃত্যৌ বিশ্বামিত্রঃ পরীক্ষিতঃ॥
দেবলো গালবো ধৌম্যঃ কাপ্যাকাত্যায়নাবুভৌ।
কাঙ্কায়নো বৈজবাপঃ কুশিকো বাদরায়ণিঃ॥
হিরণ্যাক্ষশ্চ লোকাক্ষিঃ শরলোমাচ গোভিলঃ।
বৈখানসা বালখিল্যাস্তথৈবান্যে মহর্ষয়ঃ॥
ব্রহ্মজ্ঞানস্য নিধয়ো দমস্য নিয়মস্য চ।
তপসাস্তেজসা দীপ্তা হূয়মানা ইবাগ্নয়ঃ॥
সুখোপবিষ্টাস্তে তত্র সর্ব্বেচক্রুঃ কথামিমাম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মলমুক্তং কলেবরম্॥

তত্র সর্ব্বার্থসংসিদ্ধের্ভবেদ্যদি নিরাময়ম্।
তপঃস্বাধ্যায়ধর্ম্মাণং ব্রহ্মচর্য্যব্রতায়ুষাম্॥
হর্ত্তারঃ প্রসৃতা রোগা যত্র তত্র চ সর্ব্বতঃ।
রোগাঃ কার্শ্যকরা বলক্ষয়করা দেহস্যচেষ্টাহরা॥
দৃষ্ট্যাদীন্দ্রিয়শক্তি সংক্ষয়করাঃ সর্ব্বাঙ্গপীড়াকরাঃ।
ধর্ম্মার্থাখিলকামমুক্তিষু মহাবিঘ্ন স্বরূপা বলাৎ॥
প্রাণানাশু হরন্তি সন্তি যদিতে ক্ষেমংকুতঃ প্রাণিনাম্॥
তৎ তেষাং প্রশমায় কশ্চন বিধিশ্চিন্ত্যো ভবদ্ভির্বুধৈ-
র্যোগৈরিত্যভিধায় সংসদি ভরদ্বাজং মুনিং তেঽব্রুবন্॥
ত্বং যোগ্যো ভগবান্ সহস্রনয়নং যাচস্ব লব্ধুং ক্রমাৎ।
আয়ুর্ব্বেদমধীত্য যং গদভয়ান্মুক্তা ভবামোবয়ম্।
ইত্থং সমুনির্ভির্যোগ্যৈঃ প্রার্থিতো বিনয়ান্বিতঃ॥
ভরদ্বাজো মুনিশ্রেষ্ঠো জগাম ত্রিদশালয়ম্।
তত্রেন্দ্র ভবনং গত্বা সুরর্ষিগণমধ্যগম্॥
দৃষ্টবান্ বৃত্রহন্তারং দীপ্যমানমিবানলম্।
দৃষ্ট্বসঃমুনিং প্রাহ ভগবান্ মঘবা মুদা॥
ধর্ম্মজ্ঞস্বাগতং তেঽথ মুনিং তং সমপূজয়ৎ॥
সোঽধিগম্য জয়াশীর্ভিরভিবন্দ্য সুরেশ্বরম্।
ঋষীণাং বচনং সম্যগশ্রাবয়ত সত্তমম্॥
ব্যাধয়ো হি সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বপ্রাণি ভয়ঙ্করাঃ।
তেষাং প্রশমনোপায়ং যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥
তস্মৈ প্রোবাচ ভগবানায়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ।
পদৈরল্পৈর্মতিং বুদ্ধা বিপুলাং পরমর্ষয়ে॥
সোঽনন্তপারং ত্রিস্কন্ধমায়ুর্ব্বেদং মহামতিঃ।
যথাবদচিরাৎ সর্ব্বংবুবুধে তন্মনা মুনিঃ॥
তেনায়ুঃ সুচিরং লেভে ভরদ্বাজো নিরাময়ম্।
অন্যানপি মুনীংশ্চক্রে নীরুজঃ সুচিরায়ুষঃ॥
তৎ তত্র জনিতজ্ঞানচক্ষুষা ঋষয়োঽখিলাঃ
গুণান্ দ্রব্যাণি-কর্ম্মাণি-দৃষ্টা তদ্বিধিমাশ্রিতাঃ॥
আরোগ্যং লেভিরে দীর্ঘমায়ুশ্চ সুখ সংযুতম্।
আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধিনান্যেঽপি স্যুর্মুনয়ো যথা॥

(চরক সূত্র প্রথম অধ্যায়)

বঙ্গানুবাদ।

কিরূপে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারা যায়, তাহা জানিবার জন্য মহাতপা ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। রোগ সকল প্রাদুর্ভূত হওয়াতে মানবদিগের তপস্যা, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রত ও আয়ুর বিঘ্ন উপস্থিত হইল। তখন জীবদিগের প্রতি দয়া-বশতঃ পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিগণ হিমালয় পার্শ্বে সমবেত হইলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ প্রথমে আসিলেন। তৎপর অঙ্গিরা, গর্গ, মরীচি, ভৃগু, ভার্গব, পুলস্ত্য, অগস্তি অসিত, বশিষ্ঠ, পরাসর, হারীত, গোতম, সাংখ্য, মৈত্রেয়, চ্যবন, যমদগ্নি, গার্গ্য, কাশ্যপ, কশ্যপ, নারদ, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, কপিষ্ঠল, শাণ্ডিল্য, কৌণ্ডিল্য, শাকুনেয়, শৌনক, আশ্বালায়ন, সাংকৃত্যো, বিশ্বামিত্র, পরীক্ষিত, দেবল, গালব, ধৌম্য, কাপ্য, কাত্যায়ন, কঙ্কায়ন, বৈজবাপ, কুশিক, বাদরায়ণি, হিরণ্যাক্ষ, লোকাক্ষিঃ, শরলোম, গোভিল, বৈখানশঃ, বালখিল্ল-মুনিগণ এবং অন্যান্য মহর্ষিগণ সমবেত হইলেন। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান শান্তি ও নিয়মের নিধিস্বরূপ ও তপস্যার তেজে হূয়মান অগ্নি সমূহের ন্যায় প্রদীপ্ত। তাঁহারা সেই স্থানে সুখোপবিষ্ট হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে সুস্থ শরীরই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের প্রধান উপায়। ব্যাধিই তপস্যা বেদ অধ্যয়ন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্য এবং ব্রত প্রভৃতির অনিষ্টকর। রোগ সকল দেহের কৃশত্ব সম্পাদক, বলক্ষয়কর, চেষ্টানাশক ইন্দ্রিয়গণের ও শক্তিনাশক, সর্ব্বাঙ্গ-যন্ত্রণাদায়ক এবং ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের মহাবিঘ্ন স্বরূপ। যদি রোগ শরীরে থাকে তবে প্রাণীর মঙ্গল কোথায় বরং শীঘ্রই প্রাণ নাশ করে। সেই রোগের শান্তির জন্য

আপনারা জ্ঞান যোগের দ্বারা কোন একটী উপায় চিন্তা করুন। এই বলিয়া মুনিগণ সভাতে ভরদ্বাজ মুনিকে বলিলেন। "হে মহাত্মন আপনিই উপযুক্ত পাত্র। আয়ুর্ব্বেদ লাভ করিবার নিমিত্ত সহস্র লোচনের নিকট প্রার্থনা করুন যাহা অধ্যয়ন করিয়া ক্রমে আমরা রোগমুক্ত হইতে পারি" বিনীত যোগ্য মুনিগণ কর্ত্তৃক মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ এইরূপ প্রার্থিত হইয়া দেবলোকে গমন করিলেন। তিনি ইন্দ্রভবনে গমন করিয়া দেবর্ষিগণ মধ্যস্থিত জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় বৃত্রহন্তাকে দর্শন করিলেন। সেই ইন্দ্র ভরদ্বাজ মুনিকে দেখিয়াই আনন্দিত হইয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক তাহার সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সেই ভরদ্বাজ মুনি এইরূপে সম্মানিত হইয়া সাধুশ্রেষ্ঠ সুরেশ্বরকে জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিবন্দনা করিয়া ঋষিদিগের প্রস্তাব সম্যকরূপে জ্ঞাপন করিলেন। "হে দেবেশ! সর্ব্বজীবের ভীতিপ্রদ নানা ব্যাধি সমুৎপন্ন হইয়াছে উহাদের শান্তির উপায় নির্দ্দেশ করুন"। ভগবান ইন্দ্র ভরদ্বাজের প্রশস্ত অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে সংক্ষেপে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিলেন। সেই অপার ত্রিস্কন্ধ আয়ুর্ব্বেদ মহামতি ভরদ্বাজ তন্মনা হইয়া অচিরাৎ অভ্যাস করিয়াছিলেন। সেই হেতু ভরদ্বাজ মুনি নিরাময়া হইয়া সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। এবং অন্যান্য মুনিগণকে ও নীরোগ ও দীর্ঘজীবী করিয়াছিলেন। তৎপর সমগ্র মহর্ষিগণ ভরদ্বাজ মুনি হইতে আয়ুর্ব্বেদ লব্ধ জ্ঞান চক্ষুদ্বারা গুণ, দ্রব্য এবং কর্ম্ম দর্শন করিয়া সেই আয়ুর্ব্বেদের বিধি গ্রহণ করিলেন যেন অন্যান্য মুনিও আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধিদ্বারা সুখ শান্তিপূর্ণ দীর্ঘায়ুলাভ করিতে পারেন। (চরক সুত্র প্রথম অঃ)

ওষধয়ঃ সংবদন্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা।
যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি॥
(ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ৯৭ সুক্ত, ২২—ঋক্)

অর্থাৎ ওষধি সকল রাজা সোমের সহিত কথা কহিতেছেন,-"হে রাজন্, যে রুগ্ন ব্যক্তিকে ওষধিসামর্থজ্ঞ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বৈদ্য সাহায্য করে আমরা তাহাকে রোগমুক্ত করি"। সায়ন এস্থলে "ব্রাহ্মণ" শব্দের অর্থ করিতেছেন "ওষধিসামর্থ্যজ্ঞ বৈদ্যঃ"।

ব্রহ্মার মানস পুত্র অঙ্গিরা, অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি, বৃহস্পতির পুত্র ঋগ্বেদের যষ্ঠ মণ্ডলের দ্রষ্টা গোত্র শ্রেষ্ঠ **ভরদ্বাজ** ঋষি। উদ্ধৃত ঋকমন্ত্র এবং চরক সুত্রদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ভরদ্বাজ মুনি একজন ওষধিসামর্থ্যজ্ঞ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বৈদ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমাদের **দাতাবংশ** এই মুনিশ্রেষ্ঠ **ভরদ্বাজ বংশোদ্ভব** ইঁহারা ভরদ্বাজ গোত্রজ ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য প্রবর বিশিষ্ট **যজুর্ব্বেদীয় কাণ্বশাখাধ্যায়ী বৈদ্য।** অনুন ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে দত্তকুলভুষণ নীলকান্ত রায় বাদসাহি আমলের কাননগুই পদ (বর্ত্তমান Settlement Officer হইতে অধিক ক্ষমতাপন্ন) প্রাপ্ত হইয়া ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ কালীকচ্ছ গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার আদিস্থান **দক্ষিণ রাঢ়** দেশের অন্তর্গত **বটগ্রাম।**

বিশেষ জ্ঞাতব্য।

(১) যজুর্ব্বেদের একশত শাখা। মহর্ষি কণ্ব যে শাখা প্রণয়ন করেন তাহাই কাণ্ব। কাণ্বশাখধ্যায়ী অর্থাৎ যাঁহারা বেদের উক্ত শাখানুযায়ী ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করেন।

(২) বৈদ্যদিগের গোত্র বংশের মূলপুরুষ দ্বারা প্রবর্ত্তিত বলিয়া প্রকৃত গোত্র।

(৩) জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রি গৌতমাঃ।
বশিষ্ঠঃ কাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়োগোত্রকারিণঃ॥
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রানি মন্যতে॥
(স্মৃতি)

অর্থাৎ জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গৌতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ ও অগস্ত্য ইত্যাদি মুনিগণই গোত্রকারী। যাঁহারা ইঁহাদের অপত্য তাঁহারাই তন্নামক গোত্র ভাগী। বংশ পরম্পরা প্রসিদ্ধ আদিপুরুষই গোত্র, এবং প্রবর অর্থ বংশের গোত্র প্রবর্ত্তক বিখ্যাত মুনিগণ।

(৮) কেহ কেহ অজ্ঞানতা বশতঃ বলিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মণেতর জাতির গোত্র তাঁহাদের কাহারো আদিপুরুষ নয়! এই উক্তি যে মূর্খতা-ব্যঞ্জক তাহা প্রমাণের জন্য এস্থলে কয়েকটী মাত্র শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করা হইল।

"গর্গাচ্ছিনিস্ততোগার্গ্যঃ ক্ষত্রাদ্‌ব্রহ্মহ্যবর্ত্তত"

অর্থাৎ গর্গ হইতে যিনি উৎপন্ন হয়েন। তাঁহার পুত্র, গার্গ্য। ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইলেও ইনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবৎ ৯ম-স্কন্ধ ২১ অঃ— ১৩)। দুরিতক্ষয়ো মহাবীর্য্যাত্তস্য-ত্রয্যারুণিঃ কবিঃ পুষ্করারুণি রিত্যত্র যে ব্রাহ্মণ গতিংগতাঃ। অর্থাৎ দুরতিক্ষয়ের তিন পুত্র ত্রয্যারুণি, কবি, পুষ্করারুণি। তাহারা তিনজন ক্ষত্রিয় বংশে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (ঐ—১৪) অজমীরের বংশে প্রিয়মেদাদি কতিপয় ব্রাহ্মণ এবং বৃহাদিষু প্রভৃতি ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিল। "... ... ... মুদ্গলাদ্‌ব্রহ্ম নির্ব্বৃত্তং গোত্রং মৌদ্গল্যসংজ্ঞিতং"। (ঐ-২৩) অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ভর্ম্ম্যাশ্বের পুত্র মুদ্গল ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া মৌদ্গল্য গোত্রকারী হয়েন। এইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে—"ঋষভের পুত্র নয়জন, নয়স্থানের রাজা হয়েন এবং ৮১ জন ব্রাহ্মণ হয়েন"।

"এস্থলেও পাঠক লক্ষ্য করুন, দাস বা দস্যুরা ও বিশ্‌ বা পরবর্ত্তী কালের সুদ্রেরাও বৈশ্য, অতএব দ্বিজ। মহাভারতও তবে সত্য কথা বলিতেছে (পৃঃ ১১১) "তে দ্বিজাঃ সুদ্রতাং গতাঃ"। ব্রাহ্মণেতর জাতি সকল একথাও ভুলিবেন না, যে ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিতেছে যে "বৈশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূমিষ্ঠাঃ"—দস্যু বা দাসদিগের অধিকাংশই গায়ত্রী-মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋগ্বেদীয় ঋষি বিশ্বামিত্রের সন্তান। ঋগ্বেদের সময় দেখা যায় সাদা আর্য্য অথবা কাল দাস (কক্ষীবান, কবষ এবং নারী ঋষি ঘোষা প্রভৃতি) সকলেই ইচ্ছামত নিজ নিজ—শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুসারে কেহ ব্রাহ্মণ বা স্তোতা হইতেন, আর কেহ বা কৃষক অথবা তন্তুবায় হইতেন"।

(দ্বিজদাস দত্ত প্রণীত বৈদিক জাতি বা বর্ণতত্ত্ব)।

(৫) "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংশঃ" অর্থাৎ দ্বিজদিগের মধ্যে বৈদ্যেরাই শ্রেষ্ঠ।

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৫ অঃ)

(৬) "অব্রাহ্মণাঃ সন্তি তু যে ন বৈদ্যাঃ" অর্থাৎ বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদ বাচ্য। অপর ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী।

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ২৭ অঃ)

(৭) "বিপ্রাস্তে বৈদ্যতাং যান্তি রোগ দুঃখপ্রণাশকাঃ অর্থাৎ যে বিপ্র রোগজনিত দুঃখ নাশ করেন, তিনিই বৈদ্য নাম পাইয়া থাকেন।

(উশনঃ সংহিতা)

ইতিবৃত্ত।

---০:০---

দাতা রঘুনাথ (৬ষ্ঠ পুরুষ)।

এই বংশে দুইজন দাতা জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের নামে বংশের নাম দাতা বংশ হইয়াছে। জগৎ সুহৃদ রায়ের পুত্র দাতা রঘুনাথ রায় এবং কেশবরাম রায়ের পুত্র দাতা গোপীনাথ রায়। দাতা রঘুনাথ রায়ের সম্বন্ধে তখনকার বিশেষ কোনও ঘটনা জানা যায় না কেবল তন্নামীয় একটী দীঘিকা তাঁহার যশঃ কীর্ত্তণ করিতেছে। তিনি দানবীর গোপীনাথ হইতে উৰ্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ। তিনি দাতানামেই প্রসিদ্ধ।

দাতা গোপীনাথ (১০ম পুরুষ)

এ জগতে এমন অনেক লোক জন্মধারণ করেন যাহারা শৈশবে এক মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অবশেষে শত শত লোকের আশ্রয় দাতা হইয়া উঠেন। আমাদের দাতা গোপীনাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি বাল্যকালে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে লিখাপড়া শিক্ষা করেন। জনৈক কৃতবিদ্ প্রাচীন মুন্সীর নিকট আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। অল্প কাল মধ্যে চরিত্র ও শিক্ষার গুণে তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। তাঁহার মেধা ও প্রতিভার কথা সরাইলের দেওয়ান সাহেবের কর্ণগোচর হয়। জমিদার তাঁহাকে ডাকাইয়া আনেন এবং তাঁহার গাম্ভীর্য্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও স্পষ্টবাদীতায় বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার খাস মুন্সীপদে নিযুক্ত করিলেন। বর্ত্তমানে প্রাইভেট সেক্রেটারী বা প্রাচীন খাস মুন্সী একই কথা। গোপীনাথ রায়ের কার্য্যতৎপরতা, সততা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা জমিদার সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পূর্ব্বতন নায়েবের মৃত্যুর পরই গোপীনাথ নায়েব হইলেন। কেবল ধন ও পদের সহিত আত্মা প্রশস্ত হয়, একথা সত্য নহে। নিঃস্ব ভিক্ষুক ও নিস্কাম কর্ম্মদ্বারা মহাত্মা হইয়া থাকেন। উচ্চহৃদয়বান ব্যক্তি নীচ প্রকৃতির ধনবান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হৃদয় দৌর্ব্বল্যাই দরিদ্রের মূল। কপর্দ্দক হীন ব্যক্তির যদি হৃদয় থাকে, চরিত্র থাকে, আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান থাকে তবে সে ও ধনী। যাহারা ত্যাগী তাহারা পার্থিব অভাবে অভিভূত হয় না বরং উন্নত মস্তকে অসঙ্কোচে সকলের সহিত ভদ্র ব্যবহার করে। আমাদের গোপীনাথ একজন সেই প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি এক কথা বলিয়া অন্যরূপ ব্যবহার করিতেন না। গোপীনাথ সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকট দাতা নামেই প্রসিদ্ধ। আজও যাহার বংশধরগণ কেবল ত্রিপুরা জিলাতে কেন, নিকটস্থ জিলা সমূহেও দাতা গোপীনাথের বংশধর বলিয়া বিখ্যাত তাঁহার দানের কথা কহিয়া অধিক কি, গৌরব বৃদ্ধি করিব। তাঁহার নামের পূর্ব্বস্থিত দাতা শব্দই তাঁহার বংশধরগণের গৌরব স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার দানশক্তির কয়েকটী মাত্র কথা বলিব। এই দাতা গোপীনাথ যে যখন যাহা চাহিত তখনই তাহাকে তাহা অকাতরে দান করিতেন। দানের কালাকাল পাত্রাপাত্র অথবা ফলাফল কিছুই বিচার করিতেন না। মহাত্মা সক্রেটীস্ তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন "Prudence is the Arithmetic of fools"। এই কথার মর্য্যাদা গোপীনাথ প্রকৃতই রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

স্নান করিয়া উঠিয়াছেন এমন সময় কেহ পরিধেয় বস্ত্র চাহিলে অমনি তাহা দান করিয়া গামছা পড়িয়া ঘরে আসিতেন। পায়খানা হইতে আসিয়াছেন, তখন কেহ

ঘটী চাহিলে, অমনি তাহা দান করিতেন। প্রার্থীগণ টাকা পয়সা, এমন কি গরু, ঘোড়া, শাল প্রভৃতি যাহা কিছু চাহিত, তৎক্ষণাৎ তাহা অকাতরে দান করিতেন। তিনি যখন বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেন, তখন তাঁহার জননী পাছে গোপীনাথ বাড়ীর সমস্ত বস্ত্রাদি দান করিয়া ফেলেন, এই ভয়ে বাহিরে রৌদ্রে কাপড় চোপড় ইত্যাদি যাহা থাকিত, তাহা সমস্ত তাড়াতাড়ি ঘরে নিয়া লুকাইয়া ফেলিতেন। তাঁহার সময় ঢাকা ই বাঙ্গালার রাজধানী ছিল (খৃষ্টাব্দ ১৬৬৪ হইতে ১৬৮৯)। তিনি জমিদারের খাজানা লইয়া একবার ঢাকায় নবাবের সাক্ষাতে গিয়াছিলেন। তখন ঢাকার দরিদ্র ভিক্ষুকেরা ভিক্ষার জন্য তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলে পর, গোপীনাথ হরিলুটের বাতাসার মত রাজস্বের সমস্ত টাকা দান করিয়া রিক্ত হস্তে নবাব সরকারে উপস্থিত হইলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁ খাজানা তশ্রুব অপরাধে তাহাকে কারাবাসের আদেশ করিলেন। গোপীনাথ কারারুদ্ধ হইলে পর, তাঁহার অলোকসামান্য দানশীলতার কথা নবাবের কর্ণগোচর হইল। তাহাতে দাতার প্রতি নবাবের শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। তিনি কারামুক্ত হইলেন। নবাব গোপীনাথের দানশীলতার পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। নানাদেশ হইতে সমাগত জমিদার কর্ম্মচারীদিগকে নবাব এক এক জোড়া শাল বকশিশ্ প্রদান করিলেন। পরে নবাব তাহার একজন বিশ্বাসী ভৃত্যকে গোপীনাথের নিকট শালজোড়া চাহিবার জন্য বলিলেন। ভৃত্য চাহিবা মাত্র গোপীনাথ তাঁহার শালজোড়া দান করিলেন। পরদিন দরবারের পর একজন লোক পাঠাইয়া নবাব গোপীনাথকে জানাইলেন, যে শাল বদল হইয়াছে। যে শাল গোপীনাথকে দেওয়ার কথা, তাহা না দিয়া অন্য শাল তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। গোপীনাথ নিজ ব্যয়ে অবিকল এইরূপ একজোড়া শাল ক্রয় করিয়া নবাবকে প্রত্যর্পণ করিলেন। তদ্দর্শনে নবাব অত্যন্ত প্রীত হইয়া গোপীনাথকে "দাতা" খেতাব প্রদান করেন।

দাতা গোপীনাথের একমাত্র পুত্র ছিল। কোন ব্রাহ্মণ সেই বালকের হস্তস্থিত স্বর্ণ-বলয়ের লোভে তাহাকে নিবিড় অরণ্য মধ্যে লইয়া যায় এবং তথায় শিশুটীকে বধ করিয়া সুবর্ণবলয় আত্মসাৎ করে। বহু অনুসন্ধানের পর সেই শিশুর মৃতদেহ গহন কাননাভ্যন্তরে পাওয়া গেল,এবং সেই দ্বিজবন্ধুর কীর্ত্তিও প্রকাশিত হইল। পাড়ার প্রতিবেশীরা আততায়ী বিপ্রকে সুবর্ণ বলয় সহ দাতার নিকট উপস্থিত করিল, দাতা গোপীনাথ শোক সম্বরণ করিয়া এইমাত্র বলিলেন, "বৃথা আর ব্রাহ্মণকে যন্ত্রণা দিওনা। তাহাকে যন্ত্রণা দিলে, আমার পুত্র ফিরিয়া আসিবে না। তাহার বন্ধন খুলিয়া দাও।" তাঁহার আদেশে পাষণ্ডকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। স্বর্ণবলয় দাতার নিকট উপস্থিত করা হইলে পর, দাতা বলিলেন "এই বলয়ও ইহাকে দাও, বলয়ের লোভে সে এই মহাপাপ করিয়াছে।" এইরূপে দাতা গোপীনাথ নিঃসন্তান হইলেন। আমরা দাতা মহাশয়ের ধর্ম্মনিষ্ঠার একটি বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করিলাম। দাতা গোপীনাথ ৺কাশীধাম যাইবেন বলিয়া দিন স্থির করিলেন। তিনি সরাইলের পরম ক্ষমতাশালী জমিদার সাহেবের নায়েব। বহু নৌকা ও লোক সজ্জিত হইল। তিনি জ্ঞাতি অন্ন, মাতুলান্ন, ও অন্যান্য আত্মীয়গণের অন্ন গ্রহণ করিয়া, ৺কাশীধামে রওয়ানা হইলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ সুবর্ণ গ্রামে (সোণার গাঁ) স্বীয় গুরু ভবনে গিয়া বলিলেন "এই আমার কাশী"। এখানেই কাশীর সমস্ত করণীয় কার্য্য,—কুমারী পূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন, অন্নপূর্ণা (গুরু পত্নী), বিশ্বেশ্বর (গুরু) দর্শন করিলেন। মাঝিমাল্লাগণও কাশী গেলে যেরূপ

অর্থ পাইত তাহা পাইল। নৌকার সঙ্গীয় লোকগণ ও অর্থলোভে বাঞ্চিত হইল না। এইরূপে তিনি কাশী দর্শন করিয়া মহাসমারোহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দাতা গোপীনাথ যদিও দাতা ও ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহার বিষয় বুদ্ধি ও সাহস অসাধারণ ছিল। ঢাকা যাইতে প্রায়ই পথে ডাকাতি হইত। এক সময় দাতা গোপীনাথ ও ডাকাতের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন। ডাকাত আসিয়া যখন তাহার নৌকা আক্রমণ করিল তখন তিনি পরিচিত ভাবে টাকা দিয়া বিদায় দিতে যত্ন করিলেন। ডাকাতগণ ভবিষ্যতের আশঙ্কা করিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইল না। তাহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইল। দাতা গোপীনাথ বীরভাবে তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়া গুলি চালাইতে আদেশ করিলেন, একটী ছোট খাট যুদ্ধ হইয়া গেল। দাতা জয়ী হইলেন। দাতা গোপীনাথ ক্ষত-বিক্ষত শরীরে খাজানার টাকা লইয়া ঢাকা উপস্থিত হইলেন।

দাতার জীবে দয়ার একটী কথা বলিয়া আমরা উপ-সংহার করিব। একবার ঢাকা যাইয়া দেখিলেন পাখী ব্যবসায়ীগণ অনেকগুলি পাখী নিয়া বিক্রয় করিতেছে ও নিষ্ঠুর ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। দাতার প্রাণে আঘাত লাগিল, তিনি ঢাকার সমস্ত পাখী ব্যবসায়ীর পাখী খরিদ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। পক্ষিগণও স্বাধীনতা লাভ করিয়া কলরব ধ্বনিতে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বিমান পথে উড়িয়া গেল।

দানবীর গোপীনাথ তদীয় একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোকাভিভূত না হইয়া আজীবন কর্ত্তব্য পালন এবং স্বীয় সঙ্কল্পিত দানধর্ম্ম ব্রতের উদ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দানে তাঁহার বংশ ও দেশ পবিত্র হইয়াছে। দাতা গোপীনাথ কোন বলে এই গৌরব লাভ করিলেন। তিনি বাহুবলে এ শক্তি লাভ করেন নাই। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা উচ্চ পদের দ্বারা এই সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি চরিত্র, কার্য্যক্ষমতা ও দান শক্তির প্রভাবে এত বড় হইয়াছিলেন।

এই সংসারে প্রতিদিন জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় কত লোক জন্মিতেছে, কত লোক লয়প্রাপ্ত হইতেছে, কে তাহার সংবাদ রাখে? কিন্তু যাহারা নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন তাহারাই ধন্য। তাহারা নশ্বর শরীর ধারণ করিয়া এ জগতে অমর হইয়া থাকেন; সাধুগণ এই সকল পুণ্যশ্লোক লোকোত্তর চরিত মহাত্মাদের পবিত্র নাম স্মরণ ও গুণ কীর্ত্তন করিয়া পরম শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। মানব কুলের দেবতা দাতা গোপীনাথ মর্ত্ত্যলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি তাঁহার নিঃস্বার্থ ও অলৌকিক বদান্যতার প্রভাবে অমর হইয়া রহিয়াছেন। এই বংশের অনেক মহাত্মা তাঁহার মহানু-প্রাণতায় অনুপ্রাণিত হইয়া পরসেবাদ্বারা যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

নন্দরাম রায় (১০ম পুরুষ)।

নন্দরাম রায়—একজন সুশিক্ষিত লোক ছিলেন দাতা গোপীনাথের পর তিনি সরাইল জমীদারের নায়েব হন। তাঁহার স্বনাম প্রসিদ্ধ কীর্ত্তিসরোবর অদ্যাপি বিরাজমান। নন্দরাম রায়ের খুল্লতাত কালাচাঁদ রায়ের কোন সন্তান ছিল না। তাঁহার বিয়োগান্তে তদীয় পত্নী নন্দরাম রায়ের সঙ্গে থাকিতেন। তিনি খুড়ীকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। কথিত আছে উঁহার খুড়ীর

মৃত্যুর পর কোন আত্মীয় বলিয়াছিলেন "এই অপুত্রা হতভাগনীর আবার শ্রাদ্ধ!" নন্দরাম রায়ের কাণে এই কথা গেল, তিনি খুড়ীর শ্রাদ্ধে দানাদি কার্য্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া প্রতিষ্ঠার ভাজন হন। স্বগ্রামে এই শ্রাদ্ধের সুখ্যাতি স্বরূপ নিম্নলিখিত প্রবাদ বাক্যটি পচলিত আছে।

"দাতা গোপীনাথের দাতানাম,
নন্দরামের খুড়ীর কাম॥"

জয়চন্দ্র রায় (১১শ পুরুষ)।

জয়চন্দ্র রায় পারস্য ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া মুন্সী নামে পরচিত। কালীকচ্ছ গ্রামে "মুন্সী বাড়ী" বলিলে তাঁহারই বাড়ী বুঝায়। তিনি চুণ্টার গুপ্তবংশজ বিদ্যাকুট নিবাসী দেওয়ান জগন্নাথ গুপ্তের কন্যা লক্ষ্মী-দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি গ্রামের সমাজপতি ছিলেন। কথিত আছে কোন এক ব্রাহ্মণ অপর এক ব্রাহ্মণের কন্যাকে চক্রান্ত করিয়া বিবাহার্থে নিজ বাড়ীতে নিয়া আসে। কেহই সাহস করিয়া বালিকাকে উদ্ধার করিতে পারিল না। সে খড়গ হস্তে করিয়া সকলকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিত। বালিকার পিতা তাহাকে উদ্ধার করিতে না পারিয়া অতি ক্ষুণ্ণ মনে মুন্সী মহাশয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বিবাহার্থীর বাড়ীতে যাইয়া অতি সাহসে খড়গ সহ পাত্রকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি বিবাহ করিবে তোমার হাতে খড়গ কেন?" পাত্র ভয়ে বালিকাকে ছাড়িয়া দিল। বালিকার পিতা সহাস্যবদনে ঘরে ফিরিল।

সরাইলের জমিদার দেওয়ান মনোহর আলী সাহেবের পিতা দেওয়ান মছলন্দ আলী কোনও কারণ বশতঃ নগদ টাকা মোহর প্রভৃতি মূল্যবান জিনিস পত্র লইয়া কুণ্ড গ্রামে তাঁহার অন্যতম পুত্র দেওয়ান ছমৃদু আলীর কাছে চলিয়া যান। তথায় তাঁহার জীবন লীলা শেষ হয়। জয়মুন্সি এবং তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা রামলোচন রায় এক দল লাঠিওল সহ কুণ্ডাগ্রামে যাইয়া ছোটখাট যুদ্ধ করিয়া উক্ত মোহর, টাকা প্রভৃতি মূল্যবান জিনিসপত্র উদ্ধার করিয়া আনিয়া দেন। এই ঘটনাতে তাঁহারা উভয় ভ্রাতা অতি সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। দেওয়ান ছমৃদু আলী তাঁহাদের বিরুদ্ধে ডাকাতির মোকদ্দমা করেন এবং বিচারে জয়মুন্সি ও রামলোচন রায় দোষী প্রমাণিত হইয়া কারা-দণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইবেন এমন সময় জয়মুন্সী বিচারককে বলিলেন "হুজুর পুত্র পিতার সম্পত্তি আনিলে, ডাকাতি হয়, ইহা কোন আইনে বলে"। বিচারক এইরূপ তেজস্বী ও যুক্তিযুক্ত ন্যায্য কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের মুক্তি প্রদান করেন। জয়মুন্সী ও তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতষ্পুত্র হরি-নারায়ন মুন্সী নিজ বাড়ীতে স্তম্ভমালা পরিশোভিত একটী মনোহর দুর্গা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে একটী জনশ্রুতি উল্লেখ যোগ্য। তাঁহার পুত্র-বধূ অতিশয় কঠোর কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মী বলিলেন "মা কালী আমার বৌমার অসুখ আমাকে দিয়া বৌমাকে সুস্থ কর"। সত্য সত্যই মা কালী তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিল। সেই দিন হইতে শাশুড়ী পীড়া-গ্রস্থা হইয়া কালগ্রাসে পতিতা হন এবং পুত্রবধূও আরোগ্য লাভ করেন। তিনি প্রতিভার সহিত সমাজের অনেক হিতকর কার্য্য করিয়া প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হন।

রামসন্তোষ রায় (১১শ, পুরুষ)

রামসন্তোষ রায় এই বংশের একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। তাঁহার পিতা নন্দরাম রায়ের মৃত্যুর পর তিনি সরাইল ইষ্টেটের নায়েবী পদ প্রাপ্ত হন। দেওয়ান মছলন্দ আলী তৎকালে জমিদার ছিলেন। এই প্রতিভাশালী নায়েবের কার্য্যতৎপরতায় তাঁহার জমিদারীর অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হয়। তিনি পিতৃশ্রাদ্ধে (দান সাগর) গো, অশ্ব, হস্তী, ভূমি, দ্বিজদম্পতি প্রভৃতি দান করিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। প্রত্যহ দেবক্রিয়া, অতিথি সৎকার, অন্নদানাদিতে বহু অর্থব্যয় করিতেন। তিনি তুলাপুরুষ (অর্থাৎ তুলদণ্ডের এক পাল্লাতে স্বামী স্ত্রী ও অপর পাল্লায় সোণা রূপা প্রভৃতি ধাতু দিয়া ওজন করিয়া এই সকল দান করন)। মহাভারত পাঠ, বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহের উদ্বাহাদি শুভানুষ্ঠানদ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া গিয়াছেন। পূজার জন্য একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মান করেন; পরলোকগত উমেশচন্দ্র রায় ১৩১৫ বঙ্গাব্দে ইহার পুন সংস্কার করেন।

গৌরচন্দ্র রায় (১১শ, পুরুষ)

গৌরচন্দ্র রায় নন্দরাম রায়ের চতুর্থ পুত্র। তিনি চুন্টা নিবাসী হরিচরণ সেনের কন্যা তারাসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি পুলিসের দারোগা ছিলেন। অতিথি সেবা এবং দেব ক্রিয়াতে তাঁহার উপার্জ্জনের অধিকাংশ অর্থব্যয় হইত। তিনি প্রাতে স্নান করিয়া শিবপূজা না করিয়া কোন কাজ করিতেন না। একবার যখন শিবপূজায় ব্যাপৃত, তখন জনৈক উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী তাঁহার নিকট কোন সরকারী কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে অল্পক্ষণের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তাঁহার ধর্ম্মে এত নিষ্ঠা ছিল যে, শিবপূজা শেষ না করিয়া দৈনন্দিন কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন না। রাজকীয় কার্য্যে তদন্ত করিতে তাঁহার কিঞ্চিত বিলম্ব দেখিয়া উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী তাঁহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন। ইহার ফলে তিনি কর্ম্মচ্যুত হইলেন। চাকুরী যাওয়াতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া ধর্ম্মসাধনায় জীবন যাপন করিয়া চিরশান্তি লাভ করিলেন।

রামলোচন রায় (১১শ পুরুষ)

রামলোচন রায় নন্দরাম রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি মুরাকৈর প্রসিদ্ধ চৌধুরী বংশজ মহামায়া দেবীর পাণি গ্রহণ করেন। এই স্ত্রীর বিয়োগান্তে কুণ্ডা নিবাসী শম্ভুনাথ দত্তের কন্যা হরসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন। ইনি সরাইলের জমিদার মনোহর আলীর ইষ্টেটের নায়েবী করিতেন। তাঁহার কার্য্য দক্ষতায় জমিদার অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি এবং জয়মুন্সী উক্ত জমিদারের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুণ্ডা গ্রাম নিবাসী দেওয়ান ছন্দু আলীর বাড়ী হইতে তাঁহার পৈত্রিক ধন (নগদ টাকা, মোহর ও গহনা প্রভৃতি) অতি কষ্টে উদ্ধার করিয়া আনিয়া দেন। কোন এক বিষয়ে জমিদারের সহিত তর্ক বিতর্ক হওয়ার পর তিনি জমিদারকে বিরক্ত হইয়া বলিলেন "এই জমিদারী আমাদের, তুমি খানেওয়ালা মাত্র"। এই কঠোর উক্তির পর ইনি পর দিবস জমিদারের বৈঠকখানায় না যাওয়াতে, জমিদার পাল্কী আরোহন করিয়া তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায়, আজ তোমার জমিদারীতে যাও নাই কেন? আমি তোমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি"। নিজে চরিত্রবান্ না হইলে এইরূপ প্রতিপত্তির সহিত নায়েবী করা অসম্ভব। অতিথি-সেবা

ইঁহার প্রধান ধর্ম্ম ছিল। প্রত্যহ কোন একজন অতিথিকে না খাওয়াইয়া নিজে খাইতেন না। বর্ষাকালে ইঁহার বাড়ীর ঘাটে বহু নৌকা থাকিত। নৌকার আরোহীরা এবং মাঝিরা অভুক্ত থাকিলে তিনি তাহাদিগকে খাওয়াইতেন। সেই জন্যই "রামলোচন রায়ের ঘাট" প্রসিদ্ধ ছিল। শারদীয় পূজার সময় তাঁহার বাড়ীর প্রতিমা এত সুন্দর হইত যে, দর্শকবৃন্দ রামলোচন রায়ের বাড়ীর প্রতিমা না দেখিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন না। ইনি ১২৬০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে দেহত্যাগ করেন।

দীননাথ রায় (১১শ, পুরুষ)

দীননাথ রায় একজন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তিনি অষ্টগ্রাম নিবাসী শাণ্ডিল্য গোত্রজ উগ্রকণ্ঠ দত্তের কন্যা অভয়াসুন্দরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষা শিক্ষা লাভ করিয়া ওকালতি সনদ প্রাপ্ত হন। তিনি নাছিরনগর মুন্সেফী আদালত থাকার সময় তথায় ওকালতি করিতেন। তিনি বহু অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন এবং উৎসবাদিতে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা ১২৫৭ সনের পৌষ মাসে তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

বৃন্দাবন রায় (১১শ পুরুষ)

বৃন্দাবন রায় পারস্য ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। বাঙ্গালা ১২০৯ সনে সরাইলের জমিদার গোলাম হুসেন আলী ও নবাব আলীর হিস্যে ।/১২ গণ্ডার জমিদারী নীলাম হয়। কাশীম বাজারের জগদ্বন্ধু রায় এই জমিদারী খরিদ করেন। বৃন্দাবন রায় এই নূতন খরিদা জমিদারীর প্রথম নায়েব হন। জমিদারী দখলে আনিতে প্রথমে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতিভাও কার্য্যনৈপুণ্য বলে অল্পকাল মধ্যে দখলে আনিয়াছিলেন। তিনি একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া জলের কষ্ট নিবারণ করেন।

সর্ব্বরক্ষা দেবী (১১শ পুরুষ)

বৃন্দাবন রায়ের ভ্রাতা বিশ্বনাথ রায় তিনি বিবাহের অল্পকাল পরে কালগ্রাসে পতিত হন। সর্ব্বরক্ষা দেবী তাঁহার সহধর্ম্মিণী। তিনি সহমৃতা হইয়াছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে সহমরণ কালে জ্ঞাতিবর্গ সর্ব্বরক্ষা দেবীকে উক্ত কাজ করিতে নিষেধ দেওয়াতে তিনি স্বেচ্ছায় আগুণের উপর হাত ধরিয়া উলুধ্বনি করিয়া পরীক্ষা দেন। তাঁহারা তাঁহার এইরূপ অমানুষিক ধৈর্য্য দেখিয়া তাঁহার সহমরণ ব্রতের অনুমতি প্রদান করেন। তিনি হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে চিতায় আরোহণ কয়িয়া উলুধ্বনি করিতে করিতে ভস্মীভূতা হইলেন। পতির সহিত সহগমনকারিণীদের মধ্যে ইনিই এই বংশের শেষ সতী।

গঙ্গাদাস রায় (১২শ পুরুষ)

গঙ্গাদাস রায় গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণ জ্ঞান লাভ করেন। তিনি মহেশ্বরদী পরগণার অন্তর্গত সাতগাঁ নিবাসী উদয়চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা শিবসুন্দরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি নিজ বুদ্ধি প্রভাবে পিতার ন্যায় কালীকচ্ছ গ্রামের সমাজপতি

ছিলেন। তিনি সরাইল ইষ্টেটের ইজারাদারী করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন ও অনেক লোকহিতকর কার্য্য করিয়া প্রশংসার ভাজন হইয়া গিয়াছেন। অসংখ্য লোক প্রত্যহ তাঁহার বাড়ীতে আহার পাইত। তন্মধ্যে টোল ও স্কুলের ছাত্র অধিকাংশ ছিল। প্রতি মাসেই দেব-ক্রিয়া অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইত। শত শত লোক সুস্বাদু দ্রব্যে পরিতৃপ্ত হইত। তিনি মাতৃশ্রাদ্ধে বহু অর্থব্যয় করেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের নিমন্ত্রিত অধ্যাপকগণ ও কাঙ্গালদিগকে আহারান্তে প্রচুর অর্থ-দানে সন্তুষ্ট করেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্কালে জমিদার ইজারা-কর বাবৎ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাপ্য দাবীতে মোকদ্দমা করেন। তিনি নিজ ভদ্রাসনবাড়ী ও অন্যান্য জমি জমিদারকে ছাড়িয়া দিয়া জমিদারকে সন্তুষ্ট করিয়া মুক্তি লাভ করেন। প্রকৃত পক্ষে জমিদার ও তাঁহার দ্বারা অনেক উপকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত দ্বিজদাস দত্ত পুনরায় উক্ত বাড়ী ও জমি পুনরুদ্ধার করেন। তিনি এই ধনরাশির কোন অপব্যয় করেন নাই। নিজে সাধারণ লোকের ন্যায় বাস করিতেন, কোনও রূপ ভোগ বিলাসে তাঁহার মন আকৃষ্ট হয় নাই। তিনি এই ধন পরসেবায় ব্যয় করিয়া আত্মপ্রসাদ ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র দ্বিজদাস দত্ত রায়কে এম, এ, পর্য্যন্ত পড়ান। সুবিজ্ঞ পুত্র তাঁহার পিতার অনিচ্ছাতে নিজ গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী পরম সাধক আনন্দ স্বামীর কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। সেকালের সমাজের কঠোর শাসন নিবন্ধন তিনি পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই বিচ্ছেদে তিনি অটল ছিলেন। তিনি পাণীয় জলের জন্য দুইটী পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া প্রতিবেসীদের জলের অভাব দূর করেন।

জগমোহন রায় (১২শ পুরুষ)

জগমোহন রায় অতি হৃদয়বান ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ঢাকা জিলাতে রায় ব্রজ সুন্দর মিত্র ডিপুটি কলেক্টার বাহাদুরের অধীনে থাকবস্তার পেস্কার পদে বহুদিন সুপ্রতিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া উক্ত জিলার অন্তর্গত টুরা পরগণার জমিদার লুৎফে আলীর ইষ্টেটের নায়েবী পদ গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকাতে থাকিয়াই কাজ করিতেন; কখন কখন মফঃস্বল যাইতেন। অমায়িক চরিত্রগুণে ও ভদ্র ব্যবহারে তিনি ঢাকার অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি ৪০ বৎসর পূর্ব্বে আপন প্রতিভাবলে এবং কার্য্য-দক্ষতা গুণে ঢাকার মত সহরে সেসনে জুরির আসনে উপবিষ্ট হইয়া, দীর্ঘকাল প্রশংসার সহিত জুরির কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় পরোপকারী লোক সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি বহু অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখেন নাই। এমন কি তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সহধর্ম্মিণীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বিশেষ কিছু রাখিয়া যান নাই। তদুপার্জ্জিত অধিকাংশ অর্থ পরার্থ-কারিতায় ব্যায়িত হইত। তিনি প্রতিবৎসর পিতৃপক্ষে প্রার্থীদিগকে প্রচুর অর্থদান করিতেন। তাঁহার মাতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে ত্রিপুরা, ঢাকা ও শ্রীহট্ট জিলার টোলের অধ্যাপক মহোদয়-গণকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক যথোচিত সম্মান সহকারে বিদায় করেন। প্রতি শারদীয় পূজার সময় বাড়ী আসিয়া অতি সমারোহে পূজার উৎসব সম্পাদন করিতেন। এমন কি আজ প্রায় ৪০ বৎসর পরও জগমোহন রায়ের বাড়ীর পাকা ফলার সমূহের কথা জন সাধারণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

তিনি ধর্ম্মশিক্ষার্থে বিদেশ হইতে আনিত সুবিজ্ঞ অধ্যাপক দ্বারা সমস্ত মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবৎ ও রামায়ণ পাঠ করাইয়া প্রতিষ্ঠার ভাজন হইয়া গিয়াছেন। ফান্দাউক গ্রামের স্বনাম প্রসিদ্ধ ডিপুটী ৺গিরীশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী, চুণ্টা গ্রামের ৺হরিশচন্দ্র সেন সবডেপুটী, ঢাকা জজ-কোর্টের খ্যাতনামা উকীল ৺শরৎচন্দ্র গুপ্ত, বড়িশালের বাসরিপাড়ার রামচন্দ্র আচার্য্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ কালীকচ্ছ গ্রামের শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ দত্ত এম, এ, বি, এল শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এম, এ, হবিগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৺উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির ন্যায় অন্যূন ৫০জন প্রার্থী মহোদয়গণ ঢাকার ন্যায় ব্যয়বাহুল্য নগরে সুবৃহৎ অট্টালিকায় তৎপ্রদত্ত অন্ন ও আশ্রয় পাইয়া তাঁহারই গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তিনি অকাতরে অন্নদান, অতিথিসৎকার উৎসবাদি ক্রিয়াতে ধনের স্বার্থকতা করিয়া কীর্ত্তি লাভ পূর্ব্বক সজীব হইয়া রহিয়াছেন। মহানুভাব ব্যক্তি মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া কর্ত্তব্য পালনার্থে স্বীয় সুখ ও স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হন না। জগমোহন রায় এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধামোহন রায় অতিশান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বাড়ীতে থাকিতেন, তাঁহার একমাত্র পুত্র হৃদয়চন্দ্র অল্প বয়সেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। তাহার কন্যা তিনটীকে জগমোহন রায় অতিস্নেহ করিতেন ও তাহাদের বিবাহে যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন। ১২৯০ বাং সনের ৮ই জ্যৈষ্ঠ জগমোহন রায় এজগতের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া নশ্বর মানব দেহ ত্যাগ করেন।

বদনচন্দ্র রায় (১২শ পুরুষ)

বদনচন্দ্র রায় ১২০৯ বঙ্গাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অষ্টগ্রাম নিবাসী কাশীনাথ মজুমদারের কন্যা আনন্দময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি সরাইল ইষ্টেটের ইজারাদারী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন তিনি বাঙ্গালা ১২৮২ সনে লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

হরিনারায়ণ রায় (১২শ পুরুষ)

হরিনারায়ণ রায় পারস্য ভাষায় একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি মুন্সী নামে পরিচিত। তিনি আমাদের গ্রামে সর্ব্বপ্রথম ডেপুটি কলেক্টার পদ প্রাপ্ত হন। বাঙ্গালা ১২৬৬ সনে থাকের জরীপ হয়। তিনি অতি প্রশংসার সহিত উক্ত জরীপের কাজ পরিচালনা করেন। সেকালে গ্রামে গ্রামে উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না। এবং নগরে ও কোন ছাত্র নিবাসের বন্দোবস্ত ছিল না, কাজেই বিদ্যার্থীরা নগরস্থ কোন দানশীল মহাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। কুমিল্লা সহরে অনেক ছাত্র তাঁহার বাসায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছেন। তিনি বড় চাকুরী করিতেন বটে, কিন্তু উত্তর পুরুষের জন্য এক কপর্দ্দক না রাখিয়া উৎসবাদিতে ও পরসেবায় তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ধনের স্বার্থকতা করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন।

দিগম্বর রায় (১২শ পুরুষ)

দিগম্বর রায় ১২৩৪ বঙ্গাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সুলতানপুর নিবাসী উমানথ দত্তের কন্যা কৃষ্ণাসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি জমিদারের ইজারাদারী করিতেন কখন কখন চাকুরী করিতেন। জমিদার

মনোহর আলী তাঁহার কার্ত্তিকপুরের বিবির কাবিন সংক্রান্ত মোকদ্দমায় তাহাকে সাক্ষ্য দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার ভয়ে চাকুরী ছাড়ান দেন। তিনি যেরূপ সত্যপরায়ণ ছিলেন সেইরূপ সাহসী ছিলেন। কোন এক কার্য্য উপলক্ষে ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কাস্তুল গ্রামে যাইতেছিলেন পথে বাঘাগ্রামের নিকট একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র শুইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। ইহাকে বধ করিবার জন্য অত্যন্ত সাহসের সহিত চেষ্টা করিলেন। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে বন্দুকের গুলি বাঘের গায় পড়িল না। শার্দ্দুলপ্রবর অমনি লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করিল। একটী পরিচিত নমশুদ্র তৎক্ষণাৎ একটী বল্লমদ্বারা ব্যাঘ্রকে আঘাত করে ব্যাঘ্র তাঁহাকে ছাড়িয়া উক্ত নমশুদ্রকে আক্রমণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বধ করে। তিনি অব্যাহতি লাভ করিয়া ক্ষতবিক্ষত দেহে দৌড়িয়া এক নিকটবর্ত্তী বাড়ীতে আসিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তৎপর নিজ বাড়ীতে আনীত হন এবং তিন দিবস জীবিত থাকিয়া বাঙ্গালা ১২৭৮ সনের পৌষ মাসে পরলোকগত হন।

অযোধ্যানাথ রায় (১২শ পুরুষ)

অযোধ্যানাথ রায় বাঙ্গালা ১২৩৮ সনের আষাঢ় মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি খৈরিয়ালা নিবাসী কাশীনাথ দাস মুন্সেফ মহাশয়ের কন্যাকে দারপরিগ্রহ করেন। তিনি বঙ্গভাষা শিক্ষালাভ করিয়া ইং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সবডিভিসনে নকলনভিস কাজ পান। তৎপর চাঁদপুর, মুরাদনগর প্রভৃতি স্থানে চাকুরী করিয়া ১২৯০ বঙ্গাব্দে পেন্সন গ্রহণ করেন। তিনি মিতব্যয়ী ও সদুপদেষ্টা ছিলেন। গ্রামবাসিদিগের গৃহবিবাদ বা তাহাদের মনোমালিন্য ভঞ্জন প্রভৃতি সালিসি বিচার করিয়া সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল সাধন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি বাঙ্গালা ১২৯৪ সনের ২৪শে চৈত্র বারুণী স্নানের দিবস পরলোক প্রাপ্ত হন।

কালীকুমার রায় (১২শ পুরুষ)।

কালীকুমার রায় ১২৪৩ বাঙ্গালা সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ভোলাচঙ্গ নিবাসী উমানাথ দেব চৌধুরীর কন্যা ইচ্ছাময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি লস্করপুর সেরেস্তাদারের কাজ কিছুকাল করিয়া মুক্তারী সনদ প্রাপ্ত হন এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে মোক্তারী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার ন্যায় উপস্থিত বক্তা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি একজন নিরলস কর্ম্মবীর ছিলেন। তাঁহারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অযোধ্যানাথ রায়ের শ্রাদ্ধে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি উক্ত ভ্রাতার শ্মশান-ক্ষেত্রে দাতা গোপীনাথ রায়ের প্রতিষ্ঠিত ৺কালীর মন্দিরটী স্থায়ীভাবে ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৩১২ বাঙ্গালা ৩০শে চৈত্র জীবন লীলা সম্বরণ করেন।

রামকুমার রায় (১২শ পুরুষ)।

রামকুমার রায় বাঙ্গালা ১২৫৮ সনে (১৭৬৩ শক) ২২শে বৈশাখ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পৈল নিবাসী হরকৃষ্ণ গুপ্ত দেওয়ানজী মহাশয়ের কন্যা

হরমোহিনী দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি শিলচর তহশীলদারী কার্য্য করিতেন এবং পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া স্বগ্রামেই শেষ জীবন যাপন করেন। তিনি বাল্যকাল হইতে নিরামিষ ভোজী ছিলেন। তিনি গ্রামে নিরপেক্ষ ভাবে থাকিতেন এবং গ্রাম্য দলাদলিতে যোগদান করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। তাঁহার অধিকাংশ সময় মহাভারত গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবৎপাঠ ও হরিনাম কীর্ত্তনে ক্ষেপন হইত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য তিনি একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া হরিনামের মালা বুকে ধারণ করিয়া সংজ্ঞানে বাঙ্গালা ১৩২৯ সনের ১৭ই মাঘ অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন।

গগনচন্দ্র রায় (১২শ পুরুষ)

গগনচন্দ্র রায় বাঙ্গালা ১২৫১ সনের ১২ই পৌষ জন্মগ্রহণ করেন তিনি এণ্ট্রেন্স স্কুলের প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য অধ্যয়ন করিয়াই দরিদ্রতা নিবারণে স্কুলের পড়া ক্ষান্ত দিতে বাধ্য হন। তিনি খৈরিয়ালা নিবাসী রামজয় সেনের কন্যা রাজলক্ষ্মীদেবীর পানিগ্রহণ করেন। তিনি শিলচর সহরে একটী শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। ইনি অধ্যবসায় ও পরিশ্রমগুণে অল্পসময়ের মধ্যেই ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। আসামের স্কুলের ইন্‌স্পেক্টার তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া শিলচর জিলার অন্তর্গত হাইলাকান্দি সবডিভিসনের স্কুল-সবইন্সপেক্টর পদে নিযুক্ত করেন। অনতিবিলম্বে শিলচর স্কুলের ডিপুটীইন্‌স্পেক্টর পদে উন্নীত হন। দশ বৎসর কাল উক্ত কার্য্য দক্ষতার সহিত সুসম্পন্ন করার পর ইন্‌স্পেক্টারের সহিত উহার মনোমালিন্য ঘটে এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি চাকুরী পরিত্যাগ করেন। চাকুরী ত্যাগ করিয়া কোনও প্রকার বিব্রত হন নাই। বার্ণারপুর চা বাগিচার সুপ্রসিদ্ধ সদাশয় ম্যানেজার দীননাথ দত্ত, স্বনাম প্রসিদ্ধ B. C. Gupta. পৈলগ্রাম নিবাসী শিলচরের সেরেস্তাদার হর কিশোর গুপ্ত, শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ স্কুল ডেপুটী-ইন্সপেক্টার নবকিশোর সেন ও পাইলগাঁও নিবাসী জমীদার রসময় চৌধুরী প্রভৃতি অন্তরঙ্গগণের অনুকম্পায় কলিকাতা যাইয়া এজেন্সী কাজ আরম্ভ করেন। চাকুরী ছাড়ান দিয়া মঙ্গলময় ভগবানের কৃপায় তাঁহার আর্থিক আয় চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল। তিনি একজন সদাশয় লোক ছিলেন। শিলচর থাকা কালে চাকরী প্রার্থী ও বিদ্যাশিক্ষার্থী অনেকেই তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছেন। তিনি অন্যূন ৪০ বৎসর কাল কলিকাতায় ছিলেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জিলার ছাত্রগণের যখন অর্থাভাব হইত তখনই "গগনবাবুর" নিকট হইতে হাওলাত গ্রহণ করিয়া শঙ্কটসময় অতিক্রম করিতে সক্ষম হইতে পারিত। এমন কি মৃত্যুর পরও অনেকের নিকট অনাদায়ী টাকা বর্ত্তমান ছিল। কাহারো ২ নিকট হইতে একেবারেই আদায় হওয়া সম্ভব নাই। তিনি নিরলস, সদুপদেষ্টা ও পরোপকারী ছিলেন। ইনি সুদীর্ঘ (৮২ বৎসর কাল) জীবন লাভ পূর্ব্বক আমৃত্যু কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মময় জীবনের আদর্শস্থল লাভ করিয়া ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ৩০শে আশ্বিন নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

আনন্দমোহন রায় (১২শ পুরুষ)

বাঙ্গালা ১২৪৭ সনে আনন্দমোহন রায়ের জন্ম হয়। অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহীন হন। তিনি দারিদ্রের সহিত

ঘোর সংগ্রাম করিয়া অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলেন। তৎকালে এণ্ট্রেন্স পাশ ছাত্রের পক্ষে সবডিপুটী হওয়া বিশেষ কষ্টকর ছিল না। তিনি কালীকচ্ছ নিবাসী ব্রজনাথ রায়ের কন্যা বসন্তকুমারী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। স্বাভাবিক অভিরুচি বশতঃ তিনি কুমিল্লা গবর্ণমেণ্ট স্কুলে একটী শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। সেখানে কিছুকাল চাকুরী করিবার পর তিনি নোয়াখালী বদলি হন। বৎসরান্তে সেখান হইতে বরিশাল স্কুলে বদলি হন। এই বরিশালই তাঁহার প্রধান কার্য্যস্থান। স্বর্গীয় বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রভাবে পূর্ব্বেই কালীকচ্ছ গ্রামে একটী ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহাত্মা আনন্দস্বামী তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহার মত পরিবর্ত্তনে এরূপ বিরক্ত হইলেন যে, তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া নানা প্রকার নির্য্যাতনে ফেলিলেন। উক্ত বরিশাল নগরে ত্রিশবৎসর শিক্ষকতা করেন এবং পেন্‌সন্ লইবার পর ৮ বৎসরকাল তথায় থাকেন। মৃত্যুর ৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা মহা-নগরীতে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার মত কর্ম্মীপুরুষ কখন অলস ভাবে জীবন যাপন করেন নাই। প্রাতে ও মধ্যাহ্নে তিনি বহু দরিদ্র ছাত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষা দান করিতেন এবং নানা প্রকার সৎকার্য্যে স্বীয় ক্ষুদ্রশক্তি নিয়োগ করিতেন। তিনি কোন সাম্প্রদায়িক মতের বশীভূত ছিলেন না, স্বাধীন চিন্তা ও বিচার দ্বারা যে সত্যে উপনীত হইতেন তাহাই আজীবন দৃঢ়তার সহিত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। পরের দুঃখে সহানুভূতি করা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; কিন্তু পরের সুখে আনন্দিত হওয়া বহু সাধনা সাপেক্ষ। পরের উন্নতিতে তিনি যেরূপ আনন্দিত হইতেন সেরূপ সচরাচর দেখা যায় না। তাঁহার স্নেহ ও সহানুভূতি সুধু ভদ্রশ্রেণীর ভিতর আবদ্ধ ছিল না। তাঁহার বেশ লগ্নি কারবার ছিল কিন্তু উক্ত লগ্নি টাকা আদায় করার জন্য তাঁহাকে আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আজ কালের মত English to Bengali কিম্বা Bengali to English Translation পুস্তক ছিল না। তিনিই প্রথমে Boy's Book, Helps to Students এবং Students Guide নামক পুস্তকগুলি প্রণয়ণ করিয়া ছাত্রগণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। এবং তদ্দারা বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকগুলি কিরূপ নৈপুণ্যের সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল উহার পরিচয় তাঁহার পুস্তকগুলির বহু সংস্করণেই দিতেছে। তিনি বহু ব্রাহ্মপরিবারে নানা প্রকার উপকার করিয়াছেন। তিনি নিরলস প্রকৃতির আদর্শ পুরুষ-ছিলেন। নিম্নে Amritabagar Patrika হইতে তৎসম্বন্ধে যাহা লিখা হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

He spent the major portion of his life as a teacher of Barisal Zillah School and endeared himself to one and all there. This was due to his taking paternal interest in his pupils whose welfare he sought primarily He never knew what was fatigue in teaching a boy and was the type of a teacher like Rajnarayan Bose or Ramtanu Lahiri who worked for love and not for pay. He continued to take interest in his pupils after their passing out of the school like Dr. Arnold of Rugby and spared no pains to see their sons even well provided for. Even after his retirement when he was enjoying well-earned leisure, he received pupils whom he taught gratis with great interest.

(2nd June, 1919 A. D.)

তিনি বাঙ্গালা ১৩২৬ সনের ১০ই জ্যৈষ্ঠ নিত্যধামে প্রাস্থান করিয়াছেন।

পূর্ণচন্দ্র রায় (১৩শ, পুরুষ)।

পূর্ণচন্দ্র রায় ১২৪৯ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। তিনি শ্রীরামপুর নিবাসী জগন্নাথ দত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি লস্করপুর কিছুকাল চাকুরী করেন। তৎপর বাড়ীতে থাকিয়া জীবন যাপন করেন। তিনি ১৩০২ বঙ্গাব্দের ২৯শে বৈশাখ দেহত্যাগ করেন।

গিরীশচন্দ্র রায় (১৩শ, পুরুষ)।

দাতা গোপীনাথের ভ্রাতা শিবনারায়ণ রায়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্র গিরীশচন্দ্র রায়। তিনি ১২৫২ বাং সনের ১৮ই আষাঢ় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জীবনের প্রথম ভাগে পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিতে সচেষ্ট ছিলেন। তাহার আত্মা সর্ব্ববাদী সম্মত অতি প্রশস্ত ছিল। কথায় বলে যে "যাহার ধন আছে তাহার মন নাই এবং যাহার মন আছে তাহার ধন নাই"। গিরীশ রায়ের আয় অপেক্ষা খরচ বেশী ছিল কাজেই জীবনের শেষ ভাগে অর্থাভাবে মনের সাধ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক পরহিতকর কার্য্যে উৎসাহী বলিয়া জন সাধারণের প্রিয়ভাজন ছিলেন।

তিনি দাউদপুর নিবাসী লক্ষ্মীকান্ত চৌধুরীর কন্যা জয়কুমারী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান না হওয়াতে উঁহারই প্ররোচনায় মূলগ্রাম নিবাসী নবীনচন্দ্র দত্তের কন্যা তীর্থবাসী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি ১৩১৬ বাং সনের ভাদ্রমাসে দেহ ত্যাগ করেন।

চন্দ্রকুমার রায় (১৩শ, পুরুষ)।

চন্দ্রকুমার রায় ইংরেজী ভাষায় সাধারণ জ্ঞান লাভ করেন। তিনি মেড্ডা নিবাসী ঈশানচন্দ্র দত্তের কন্যা চন্দ্রকুমারী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি সরাইল মধ্য ইংরেজী স্কুলে কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করেন। এই অল্পআয়ে তাঁহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত না। তিনি শ্রীহট্ট, শিলচর প্রভৃতি স্থানে চাকুরির চেষ্টায় কিছুকাল ক্ষেপণ করেন. তৎপর একটী তাল্লুক বিক্রয় করিয়া প্রায় এক হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। তিনি অতি মিতব্যয়ী ছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে উক্ত টাকা দ্বারা কুসীদব্যবসায় হইতে বিশেষ লাভবান হন। অল্পকাল মধ্যেই গ্রামের ধনীদের মধ্যে একজন মান্য ব্যক্তি বলিয়া সম্মান পাইতে লাগিলেন। গ্রামের উন্নতি কল্পে প্রায় নয় বৎসর ক্রমান্বয়ে গ্রাম্য ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টের কার্য্য করেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত অনারেরী ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য্য প্রায় সাতবৎসর কাল করেন। তিনি বঙ্গভাষায় অতিসুন্দর গান রচনা করিতে পারিতেন। তিনি পানীয় জলের জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে এক হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু হঠাৎ তাঁহার বহুমূত্র রোগের আক্রমন বৃদ্ধি পাওয়াতে জীবনের শেষ ভাগে অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। কাজেই এই শুভকাজ সম্পন্ন হইল না। তিনি ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ২৮শে অগ্রহায়ণ পরলোক গমন করেন।

(হরচন্দ্ররায় ১২শ পুরুষ)

(* ভ্রমবশতঃ ১৬পৃষ্ঠার জীবনী এখানে ছাপা হইল)

হরচন্দ্ররায় পরম শিবভক্ত গৌরচন্দ্ররায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি অত্যন্ত সরল ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। তিনি স্থানীয় জমীদার মনোহর আলীর অধীনে বহুকাল চাকুরী করেন। উক্ত জমীদারের মৃত্যুর পর জমীদারী নিলাম হইয়া যাওয়াতে তিনি তাঁহার ভাগিনেয় পাইলগাঁও নিবাসী ৺রসময় চৌধুরীর জমীদারীর অন্তর্গত বাঙ্গাল পাড়ার তহশীলদারের কাজ করিতেন। তাঁহার ন্যায় স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন লোক সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। এমন কি পাড়ার লোকের কে কোন সনের কোন মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতরূপে অনতিবিলম্বে বলিয়া দিতেন। তিনি ৭২ বৎসরের সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন এবং আজীবন কবিরাজ কিম্বা ডাক্তারের কোন ঔষধ ব্যবহার করেন নাই বলিয়া অহঙ্কার করিতেন। যদিও তিনি অতিকষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তথাপি লৌকিকতা ও ভদ্রব্যবহারের জন্য প্রশংসনীয় ছিলেন। বাঙ্গালা ১৩১২ সনের ৯ই ভাদ্র মানবলীলা সংবরণ করেন।

উমেশচন্দ্র রায় (১৩শ পুরুষ)।

উমেশচন্দ্র রায় ১২৫৫ বঙ্গাব্দের ১৭ই আশ্বিন জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে আর্থিক অবস্থা ভাল ছিলনা। কাজেই অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাশালী মেধাবী ও অধ্যাবসায়শীল ছিলেন। ইনি মধ্য ইংরেজী পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন এবং ঢাকা ইঁহার জ্ঞাতি জগমোহন রায়ের বাসায় থাকিয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে পগোজ স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি চুণ্টা নিবাসী শরচ্চন্দ্রসেনের কন্যা তারাসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন। প্রথমে শ্রীহট্টজিলার অন্তর্গত লস্করপুর মুন্সেফী আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে হবিগঞ্জে নূতন সবডিভিসন্ হয় এবং লস্করপুর হইতে মুন্সেফী আদালত উঠিয়া যায়। ইনি সেইসঙ্গে হবিগঞ্জে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে তিনিই হবিগঞ্জের প্রধান উকীল ছিলেন। তৎকালে তাঁহার মাসিক আয় প্রায় ৬০০৲ ছয়শত টাকা ছিল। ওকালতী ব্যবসায়ে তাঁহার মুসাবিদা ও জেরা-শক্তির অতিশয় প্রশংসা ছিল। তিনি শ্রীহট্ট জিলার জমীদারবর্গের ইষ্টেটের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত জানিতেন বলিয়া জমীদারগণ তাঁহাকে আদর করিতেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও মনোমালিন্য তিনি অতি সহজে আপোষ মিমাংসা করাইয়া দিতেন। তিনি কখনো কলেরা প্রভৃতি বিপদসঙ্কুল ব্যাধি আক্রান্ত রোগীর সংবাদ পাইলে নির্ভয়ে উক্ত রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতেন। বাড়ীতে পূজা, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি উৎসবে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। হবিগঞ্জে তাঁহার নিজ বাসায় বহু বিদ্যার্থী ও উমেদার ছাকাতরের অন্ন ও বাসস্থান পাইত। শ্রীযুত রায় রমেশচন্দ্র ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র। তৃতীয় পুত্র সুরেশচন্দ্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। জীবনের শেষভাগে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন এবং পৃষ্ঠাঘাত রোগে ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে পরলোক প্রাপ্ত হন।

শ্রীযুত দ্বিজদাস রায় (১৩শ পুরুষ)

বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুত দ্বিজদাস রায় ত্রিপুরা জিলার একটী উজ্জ্বল রত্ন। তিনি ১২৬১ সনের ৭ই বৈশাখ

জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী সাহিত্যে সম্মানের সহিত প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি স্বগ্রাম নিবাসী শ্রীমৎ আনন্দস্বামীর কন্যা শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ক্রমান্বয়ে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক প্রথম শ্রেণীর সবডেপুটী, বানেশ্বর ইংরেজী হাই স্কুলের হেডমাষ্টার, কুমিল্লা জিলাস্কুলের হেডমাষ্টার, কলিকাতা বেথুন কলেজের প্রফেসার পদের কাজ করেন। তৎপর ষ্টেট্স্কলারসিপ প্রাপ্ত হইয়া আড়াই বৎসর কাল ইংলণ্ডে কৃষিতত্ত্ব অনুশীলন করিয়া তথা হইতে M. R. A. S. (cirencester) উপাধি পান। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কয়েক বৎসর কাজ করেন। তিনি আশৈশব সত্যপ্রিয় ও ধর্ম্মানুরাগী এইরূপ তেজস্বী মহাত্মার কাছে ডেপুটীগিরী ভাল লাগিবে কেন? কাজেই এই পদ ত্যাগ করিয়া চট্টগ্রাম কলেজের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন ও তৎপর শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপকের কাজ সুসম্পন্ন করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা এত প্রবল যে এই ৭৩ বৎসরের বৃদ্ধ আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়া কোরাণ আয়ত্ত করেন। তিনি বেদান্ত দর্শনে পারদর্শী তৎপ্রণিত শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্করদর্শন এবং Bedanta and Sankaracharya তাঁহার গভীর গবেষণার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তৎপ্রদত্ত সংবাদ পত্রের প্রবন্ধগুলি সাহিত্য জগতে শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে "বেদমাতা গ্রন্থাবলী" সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি স্বাধ্যায় নিরত অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম। তাঁহার গুণে তদ্দেশবাসী সকলেই গৌরবান্বিত।

শ্রীযুত মহিমচন্দ্র রায় (১৩শ পুরুষ)

শ্রীযুত মহিমচন্দ্র রায় বাঙ্গালা ১২৫৭ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জগদীশপুর নিবাসী জয়নাথ দত্ত চৌধুরীর কন্যা বিধুমুখী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১২৮৫ সনে হবিগঞ্জে মোক্তারী আরম্ভ করেন, তথায় তিনি ত্রিপুরা মহারাজের সরকারের মোক্তার ছিলেন। আজ ৫ বৎসর হইল অবসর গ্রহণ করিয়া নিজ বাড়ীতেই বাস করিতেছেন।

শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথ রায় (১৩শ পুরুষ)

শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথ রায় বাঙ্গালা ১২৬৭ সনের ১৭ই পৌষ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজী স্কুলের এণ্ট্রেন্স ক্লাস্ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া হবিগঞ্জের হাইস্কুলে ও সরাইল অন্নদাহাই স্কুলে ১০ বৎসর কাল অধ্যপনার পর অবসর গ্রহণ করেন। তিনি চুণ্টা নিবাসী বিশ্বেশ্বর গুপ্তের কন্যা শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস্ প্রেসিডেণ্টের কাজ সুখ্যাতির সহিত করিয়া আসিতেছেন। গ্রামের রাস্তাঘাটের উন্নতিসাধন, গ্রামবাসীদের গৃহবিবাদ মিমাংসা, উৎসবে যোগদান, বিপদে পরোপকার ইত্যাদি সদনুষ্ঠানে তিনি গ্রামবাসীদিগের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন।

শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী রায়।

শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী রায় বাঙ্গলা ১২৭৩ সনের ২২শে কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিলচর হাইস্কুলের প্রথমশ্রেণীর পাঠ্য অধ্যয়ণ করিয়া ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট টেলিগ্রাফ ট্রেনিং স্কুলে পড়িতে যান, তথায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কাজলধরা পোষ্ট-মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। অল্প বয়সেই পোষ্ট আফিসের কাজে সুখ্যাতিলাভ করেন এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে অতি দুর্গম পথ দিয়া মণিপুর যান। তথায় আড়াই বৎসর পোষ্ট মাষ্টারের কাজ করেন। মনিপুর হইতে আসিয়া চূণ্টা-নিবাসী কৃষ্ণমোহন সেনের কন্যা সৌদামিনী দেবীকে বিবাহ করেন তৎপর পাঁচদুনা হইতে আগত আঙ্গাদী নিবাসী গঙ্গানারায়ণ সেনের কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলা সুন্দরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি প্রায় ১১ বৎসর কাল পোষ্টাফিসের ইনিস্পেক্টারী কাজ করেন এবং ক্রমান্বয় শিবসাগর, তেজপুর, গৌহাটী, মাদারীপুর, ঢাকা, রঙ্গপুর পাবনা, শিলচর ও শ্রীহট্ট জিলার পোষ্টমাষ্টারী কার্য্য করিয়া ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে পেন্সন গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৮৬ ও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মণিপুরের সন্নিহিত ব্রহ্মার চিনউইল উপত্যকার যুদ্ধের সময় ডাকের সুবন্দোবস্ত করেন এবং লুসাই সর্ব্ব প্রথমে পাহাড়ের উপর দিয়া ডাকের বন্দোবস্ত করিয়া প্রশংসা প্রাপ্ত হন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন ভুটানের পাহাড়ের নিম্নে আসাম উপত্যকায় শিকার করিতে যান তথায় ডাকবিভাগের কাজ করিয়া প্রশংসাপত্র লাভ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার বাল্যবন্ধু শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র সিংহ একমাত্র ইঁহার আর্থিক সাহায্যে ইঁহার নিজ আটচালা গৃহে কালীকচ্ছ গ্রামের প্রথম মাইনর স্কুল সংস্থাপন করেন। ৫ বৎসর কাল তথায় এই স্কুলটী থাকে তৎপর স্থানান্তরিত হয়। তিনি দাতা গোপীনাথ রায় নামীয় পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিয়া পানীয় জলের অভাব দূর করিয়াছেন।

শ্রীযুত নিকুঞ্জবিহারী রায় (১৩শ পুরুষ)

শ্রীযুত নিকুঞ্জবিহারী রায় বাঙ্গালা ১২৭৭ সনের ১২ই পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার এক বৎসর বয়সে পিতৃ-বিয়োগ হয়। তিনি কলিকাতা সেণ্ট্‌ জেভিয়র কলেজ হইতে এফ, এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ১ বৎসর কাল পড়িয়া পুনরায় সেণ্ট-জেভিয়র কলেজে অঙ্ক ও বিজ্ঞান শাস্ত্র বি, এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ণ করেন। তিনি ১৩০০ বাং সনে তুঙ্গেশ্বর নিবাসী গিরীশ চন্দ্র সেন মজুমদার মহাশয়ের তৃতীয় কন্যা বিনো-দিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন, ১৩০৩ সনে এই স্ত্রীর মৃত্যু হয় তৎপর ১৩০৬ বাং সনে কর্ণগোপ নিবাসী চন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রাণকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা হাইস্কুলে দুইবৎসর এবং এড্‌ওয়ার্ড হাইস্কুলে ১বৎসর অধ্যপনার কাজ করিয়া প্রায় ২১বৎসর কাল যাবৎ সরাইল অন্নদা হাইস্কুলের অধ্যাপনার কাজ করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীযুত অক্ষয়কুমার রায় (১৩শ, পুরুষ)।

শ্রীযুত অক্ষয়কুমার রায় ১৩৭৯ বাঙ্গালা ৪ঠা ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এণ্ট্রেন্স ক্লাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কিছুকাল চাকুরী করেন। তাঁহার পিতৃবিয়োগের পূর্ব্ব হইতেই তিনি নিজ সংসারের কাজে ব্যাপৃত আছেন। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুত শিশিরকুমার রায় এইবৎসর এম্‌, এস্‌, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি দারোরা নিবাসী মহেশচন্দ্র দাস নীয়োগী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী তরঙ্গময়ীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুত মনোমোহন রায় (১৩শ পুরুষ)।

মনোমোহন রায় বাঙ্গালা ১২৮২ সনের ১৭ই অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বরিশাল হাইস্কুলে এণ্ট্রেন্স অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বহরম কলেজ হইতে ইংরেজী সাহিত্য অনার সহ বি, এ এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি মধ্যপাড়া নিবাসী জগচ্চন্দ্র দাস একষ্ট্রা এষ্ট কমিশনার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। কুমিল্লা দুই বৎসর ইয়ুসফ স্কুলে হেড্‌মাষ্টারের কাজ করিয়া বরিশাল ৪ বৎসর ওকালতী করেন, তৎপর ক্রমান্বয় বগরিবাড়ী ইষ্টেটে ৮ বৎসর, রাণী রাসমণীর ইষ্টেটে ২ বৎসর, ঢাকা ৭ বৎসর নবাব ইষ্টেটে প্রশংসার সহিত ম্যানেজারী করিয়া বর্ত্তমানে কাকিনা ইষ্টেটে ম্যানেজারী করিতেছেন। তিনি সর্ব্বত্র স্বাধীনভাবে তেজস্বীতার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন।

বিনোদ বিহারী রায় (১৩শ পুরুষ)

বিনোদ বিহারী রায় বাঙ্গালা ১২৮১ সনের ১৭ই মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এণ্ট্রেন্স ক্লাশ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ খেলোয়ার ছিলেন। শিলচর ক্লাবের ইংরেজদের সহিত বাঙ্গালীদের ক্রীকেট খেলা হয়। তিনি বল চালনায় এত দক্ষ ছিলেন যে ২০ মিনিট মধ্যে ৫ জন সাহেবকে আউট করিয়া ফেলেন এবং সেই খেলায় বাঙ্গালীরাই জয়ী হন। তাঁহার খেলায় গুণ দেখিয়া শিলচরের ডেপুটী কমিশনার কেরাণীর পদে নিযুক্ত করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে কমিশনারের টুরিং ক্লার্ক পদে উন্নীত হন। তিনি মেড্ডা নিবাসী তারিণীচরণ দত্তের কন্যা সৌদামিনী দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি ক্লেরিয়নেট্ বাজানায় একজন ওস্তাদ ছিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত ছিল কিন্তু অকালে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ১৪ই ভাদ্র কালগ্রাসে পতিত হন।

শ্রীযুত রজনীনাথ রায় (১৩শ পুরুষ)

শ্রীযুত রজনীনাথ রায় বাঙ্গালা ১২৮৪ সনের ৭ই কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এল, এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এডোয়ার্ড হাইস্কুলে ও সরাইল অন্নদা হাইস্কুলে অধ্যপণার কাজ করেন এবং উক্ত কাজে থাকিয়া মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মোক্তারীতে তাঁহার ন্যায় শান্ত ব্যক্তির ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইল না। কাজেই পুনরায় অধ্যপণার কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি দুপতারা নিবাসী জগবন্ধুসেনের কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলাসুন্দরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

শ্রীযুত ললিতবিহারী রায় (১৩শ পুরুষ)

ললিতবিহারী রায় বাঙ্গালা ১২৮৭ সনের ৮ই পৌষ জন্মগ্রহণ করেন তিনি বি, এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া ১৩১৪ সনে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি চুণ্টা নিবাসী সারদাচরণগুপ্তের কন্যা প্রিয়বালাকে প্রথম বিবাহ করেন। তৎপর এই স্ত্রীর মৃত্যুর পর দারোরা নিবাসী ফণীভূষণদাস নীয়োগীর কন্যা শ্রীমতী পুষ্পবালার পাণিগ্রহণ করেন।

ব্রজবিহারী রায় (১৩শ পুরুষ)

ব্রজবিহারী রায় বাঙ্গালা ১২৮৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরিশাল হাইস্কুলে এণ্ট্রেন্স অধ্যয়ন করেন তৎপর শ্রীহট্ট M. C. Collegeএ এফ, এ অধ্যয়ন করিয়া নানা

স্কুলে অধ্যাপনার কাজ করিয়া প্রায় ৫ বৎসর শ্রীহট্ট গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে বহু প্রশংসার সহিত শিক্ষকের কাজ করেন। তিনি মেড্ড নিবাসী ৺সারদাচরণ দত্তের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্ল মুখী দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি অতিশয় পরিশ্রমী, সরল প্রকৃতির লোক, ও আদর্শ চরিত্রবাণ ছিলেন। তিনি একজন ভাল ফুটবল খেলোয়ার ছিলেন। ১৩২৩ বাং সনের ২৩শে কার্ত্তিক হঠাৎ জ্বররোগে মনাব-লীলা সম্বরণ করেন। এখন তাঁহার বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী প্রফুল্লমুখী নিজ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে জুনিয়ার ও সিনিয়ার ট্রেনিং অনার সহ উত্তীর্ণ হইয়া শিলচর মিশন হাইস্কুলে প্রশংসার সহিত শিক্ষয়ীত্রির কাজ করিতেছেন।

শ্রীযুত সরোজবিহারী রায় (১৩শ পুরুষ)

শ্রীযুত সরোজবিহারী রায় বাঙ্গালা ১২৮৯ সনের২২শে আশ্বিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা নগরে তাঁহার পৈত্রিক এজেন্সির কাজ করিতেছেন। তিনি শুহিলপুর নিবাসী প্রসন্নকুমার দত্তের কন্যা কুসুমকুমারীদেবীর পাণি-গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন রায় (১৩শ পুরুষ)

সুরেন্দ্রমোহন রায় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরিশাল রাজচন্দ্র কলেজ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রায় ১৫ বৎসর শ্রীহট্ট গভর্মেণ্ট স্কুল ও আসামের অন্যান্য স্থানে শিক্ষকের কাজ করেন এবং বি, টী পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। তৎপর এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন এবং অধ্যাপনার কাজ করিতেছেন। তিনি শ্রীমতী কিরণবালা দেবীর পানি গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুত কুমুদবিহারী রায় ১৩শ, পুরুষ।

শ্রীযুত কুমুদবিহারী রায় ১২৯০ বঙ্গাব্দের ১৪ই ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজী হাই স্কুলের প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া করেষ্ট আফিসের কাজ করিতেছেন। তিনি শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর কন্যা মোক্ষদা দেবীর পানিগ্রহণ করেন।

শ্রীযুত নীরদবিহারী রায় (১৩শ, পুরুষ)

শ্রীযুত নীরদবিহারী রায় ১৩০০ বাঙ্গালার ৩রা পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পোষ্ট মাষ্টারী কাজ করিতেছেন। তিনি স্বগ্রাম নিবাসী শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী অমিয়বালা দেবীর পানিগ্রহণ করেন।

শ্রীযুত শৈলবিহারী রায় (১৩শ, পুরুষ)

শ্রীযুত শৈলবিহারী রায় বাঙ্গালা ১৩০৬ সনের ৮ই পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজী হাইস্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময় বাড়ীতে থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় (১২শ, পুরুষ)

শ্রীযুত যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় বাঙ্গালা ১২৭৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এণ্ট্রেন্স স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ণ করিয়া কিছুকাল উকীলের মহরের কাজ করেন। তৎপর প্রায় ১০ বৎসর কাল সরাইল ইষ্টেটের তহশীল

দারের কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত যতীন্দ্রচন্দ্র রায় বারানসী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে B. Sc. Engineer. হইয়াছেন। তিনি মুরাকৈর নিবাসী কৈলাসচন্দ্র দত্ত চৌধুরীর কন্যা সরলা সুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুত রমেশচন্দ্র রায় (১৪শ, পুরুষ)।

শ্রীযুত রমেশচন্দ্র রায় ১২৮০ বঙ্গাব্দে ২৬শে ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই বিদ্যানুরাগী ও অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বি, এ, অঙ্কশাস্ত্রে সম্মানসহ উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদ প্রাপ্ত হন। উক্ত কাজ অত্যন্ত সুখ্যাতির সহিত সম্পন্ন করিতেছেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধী দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কালীকচ্ছ গ্রামে সর্ব্বোচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদে আছেন। তিনি এখন দিনাজপুর জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত আছেন।

তিনি মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত দুপতারা নিবাসী রামমানিক্য দাসের কন্যা মৃনালিনী দেবীর পাণি গ্রহণ করেন। এই স্ত্রীর বিয়োগান্তে দারোরা নিবাসী প্রসন্নচন্দ্র দাস নীয়োগীর কন্যা শ্রীমতী বিনোদিনী দেবীর পাণি গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত রোহিনীকুমার রায় (১৪শ, পুরুষ)

শ্রীযুত রোহিনীকুমার রায় বাঙ্গালা ১২৮২ সনের ৭ই মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মোক্তারী সনদ প্রাপ্ত হন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে মোক্তারী করিতেছেন। প্রথমে তিনি বিক্রমপুর বহর নিবাসী শ্রীযুত বিপিন চন্দ্র সেনের কন্যা শৈবালিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন তৎপর করতলা নিবাসী শ্রীযুত গিরীশ চন্দ্র সেনের কন্যা শ্রীমতী বিমলাবালা দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুত ধীরেন্দ্রকুমার রায় ১৩৩২বাং সনে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় (১৫শ, পুরুষ)

শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৬ই নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এণ্ট্রেন্স ক্লাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তিনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত বহর নিবাসী শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রবালিনী দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি পশ্চিম বঙ্গে এসিষ্টেণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসারের কাজ প্রায় ৮ বৎসর কাল করেন তৎপর ১০ বৎসর কাল যাবৎ সরাইল ইষ্টেটের সহকারী ম্যানেজার, তহশীল ইন্সপেক্টর প্রভৃতি পদে কাজ করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বিগত সরাইল ইষ্টেটের জরীপের সময় তিনি সার্ভে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে ব্রত হইয়া অতি দক্ষতার সহিত কাজ করাতে প্রশংসা পত্র লাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুত মোহিনীমোহন রায় (১৪শ, পুরুষ)

শ্রীযুত মোহিনীমোহন রায় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের B. Sc. পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অন্তর্গত কৃষি বিভাগে অধ্যয়ন করেন। তৎপর গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি পাইয়া আমেরিকা কৃষি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন

পূর্ব্বক তথা হইতে M. Sc. A. (Cornel U. S. A.) উপাধী লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি মেড্ডা নিবাসী প্রসিদ্ধ উকীল কৈলাস চন্দ্র দত্তের পুত্রী চারুনলিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। প্রায় ২০ বৎসর কাল কলিকাতায় স্বাধীন ব্যবসা করেন। বর্ত্তমানে একটী মুদ্রাযন্ত্র খরিদ করিয়া ইহারই কার্য্য পরিচালন করিতেছেন।

শ্রীযুত উল্লাস কর দত্ত (১৪শ, পুরুষ)

শ্রীযুত উল্লাসকর দত্ত শ্রীযুত দ্বিজদাস রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। তিনি স্বীয় প্রতিভা বলে রসায়ন শাস্ত্র নিজ আয়ত্বাধীন করিয়া যশঃলাভ করিয়াছেন। তৎকৃত অভিনব বোমা বড় বড় রাসায়নিক পণ্ডিতগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় আলীপুরের জর্জ্জ বিচক্রফট সাহেব তাঁহাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে নবেম্বর মাসে হাইকোর্টের আপিল আদালতের প্রধান বিচারপতি মাননীয় সার লরেন্স জেঙ্কিন্স মহোদয় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবার আদেশ রহিত করিয়া যাবজ্জীবন দীপান্তর কারাদণ্ডের আদেশ দেন। প্রায় দ্বাদশ বৎসর কারাবাসের পর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে কারামুক্ত হইতে আদেশ দেন। এখন তিনি বাড়ীতেই আছেন।

শ্রীযুত রুক্মিণীকুমার রায় (১৪শ, পুরুষ)

শ্রীযুত রুক্মিণীকুমার রায় ১২৯৪ বাং ৯ই কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজী হাইস্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য অধ্যয়ন করিয়া স্কুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি সংরক্ষণে ব্যাপৃত হন। তিনি চুণ্টা নিবাসী শ্রীযুত প্রিয়কৃষ্ণ সেনের পুত্রী শ্রীমতী তরলা বালা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র রায় (১৪শ, পুরুষ)

শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র রায় ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ৬ই শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধ্যাপনার কাজ করিতেছেন। তিনি দাউদপুর নিবাসী শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র মজুমদারের পুত্রী শ্রীমতী মৃনালিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুত সুখসাগর রায় (১৪শ, পুরুষ)

শ্রীযুত সুখসাগর রায় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ১১ই জ্যৈষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে চলিয়া যান। তথায় কিছুকাল কলেজে পড়িয়া নাটকের অভিনেতার কাজ করিয়া প্রশংসা লাভ করেন। তথায় রুবী নাম্নী এক ইউরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তৎপর মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে থাকিয়াই ডাক্তারী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। তথায় একটী বাড়ী খরিদ করিয়া স্বাধীন দেশের আবহাওয়া সম্ভোগ দ্বারা পরম শান্তিতে বাস করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত গিরীজাশঙ্কর রায় (১৪শ, পুরুষ)

শ্রীযুত গিরীজাশঙ্কর রায় ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ২৩শে কার্ত্তিক মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেট্রিক্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি করতলা নিবাসী শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র সেনের কন্যা শ্রীমতী কুসুমকামিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

সমাপ্ত